MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
P.O.—BHUPATINAGAR, Dist.—PURBA MEDINIPUR, PIN.—721425, WEST BENGAL, INDIA
NAAC Re-Accredited B+Level Govt. aided College
CPE (Under UGC XII Plan) & NCTE Approved Institutions
DBT Star College Scheme Award Recipient
E-mail : mugberia_college@rediffmail.com // www.mugberiagangadharmahavidyalaya.ac.in

Ref. No.—M.G.M. / / / Date.....
From—The Principal / Secretary,

DEPARTMENT OF MUSIC

PAPER: C1T(THEORITICAL)

Unit :3 (Knowledge of these two important musical texts: Natyashastra and Naradiya Shiksha).

ক। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত সংগীত সম্পর্কে আলোচনা:

ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের চেয়ে প্রাচীন তরো সভ্য দেশ পৃথিবীতে অল্পই আছে। শুধু তাই নয় পৃথিবীর যে কোন সুখ প্রাচীন সভ্য দেশের অভিজাত সংগীতের চেয়ে ভারতবর্ষের বৈদিক সাম গান এবং গন্ধর্ব সংগীত নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সংগীতের উল্লেখ বেদ, পুরাণ, বৈদিক সাহিত্যাদি এবং পুরানাদিতে নানাভাবে উল্লিখিত হলেও তাদের কোন পদ্ধতিগত বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের স্বরূপ গত ব্যাখ্যা ভরত পূর্ব সংগীত শাস্ত্রাদীর গ্রন্থাদিতে অবশ্যই লিপিবদ্ধ যে ছিল, সে প্রমাণের অভাব নেই। দুঃখের বিষয় এই সব গ্রন্থ গুলি বহু পূর্বেই লুপ্ত কিংবা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। নাট্যশাস্ত্রী একমাত্র প্রাচীনতম গ্রন্থ যা প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের গৌরব কে ধরে রাখতে সমর্থ্য হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি দ্বারা রচিত বলে সুবিদিত। কিন্তু পুরাণাদি এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে একাধিক ভরতের অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্বাব্দ যুগে ছিল। তাদের মধ্যে আদি ভরত, ব্রহ্ম ভরত, সদাশিব ভরত, দ্রুহিন ভরত ইত্যাদি অনেক ভরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন গবেষক মনে করেন বর্তমানে প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি একাধিক সংগীত শাস্ত্রীদের দ্বারা রচিত হলেও বেশিরভাগ অংশ রচনা করেছিলেন দ্রুহিন ভরত। ভরত আসলে নাট্য সম্প্রদায়ের গুণী। খ্রিস্টপূর্বাব্দ যুগে গান্ধর্ব নাটকের সঙ্গে যারাই গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের অনেকেই 'ভরত' উপাধি গ্রহণ করতেন। অতঃপর আমাদের আলোচ্য নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি মূলত নাট্যের শাস্ত্র নিয়ন্ত্রক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সংগীতের বিজ্ঞান নিয়ে কিংবা তথ্য নিয়ে আলোচনা কোনোভাবেই অপরিহার্য নয়। তাই নাট্যশাস্ত্রে আমরা প্রাচীন গন্ধর্ব সংগীতের যে আলোচনা পাই তা একান্তভাবেই প্রাচীন গন্ধর্বি ও সংস্কৃত নাটকে প্রযোজ্য নাট্য সংগীত রূপেই পাই।

নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বক ২০০) প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মভরত রচিত সুপ প্রাচীন নাট্যকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০) - এর সংক্ষিপ্ত সংকলন। কাজেই নাট্যশাস্ত্রে প্রাগ বৌদ্ধ যুগের সংগীত ও নাট্যের যেসব আলোচনা রয়েছে সেগুলি নিঃসন্দেহে নাট্যবেদ থেকে সংকলিত। যাইহোক বর্তমানে প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্রের মোট অধ্যায়ের সংখ্যা ৩৬টি। এর মধ্যে ২৮তম থেকে ৩৩তম অধ্যায় পর্যন্ত ভরতম ১৯ প্রাচীন গন্ধর্ব সংগীতের বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

২৮তম অধ্যায়ে ভরত সপ্তস্বর, তিন স্থান, স্বরের শুদ্ধ-বিকৃত রূপ, শ্রুতি, দুই–গ্রাম, মূর্ছনা, তান, স্বরের চতুর্বিধ প্রকৃতি (বাদী, সমবাদী, বিবাদী, অনুবাদী), দুই গ্রামে শুদ্ধ-বিকৃত জাতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

২৯তম অধ্যায়ে ভরত ষড়জ্ ও মধ্যম গ্রামাশ্রিত শুদ্ধ-বিকৃত নিয়ে আঠাশটি(২৮) জাতির স্বরাশ্রিত অষ্ট রসের কথা বলেছেন। বলেছেন বর্ণ এবং অলংকার এবং তাদের ভেদের কথা। এই অধ্যায়েই ভরত মুনি তন্ত্রী বাদ্যের অঙ্গুলিচালনাজনিত এক ও দুই হস্তের বাদন সম্পর্কে নানা প্রকার ধাতুর ব্যাখ্যা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের এই অংশের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও আধুনিক কালের মতন তুম্বা যুক্ত তন্ত্রী বাদ্য ও দুই হাত দিয়েই তা বাজানো হতো। অতঃপর যারা সিদ্ধান্ত করেছেন ভরতকালীন যুগে দণ্ড ও তুম্বা বিশিষ্ট তন্ত্রী বাদ্যের অস্তিত্ব ছিলনা, তারা নাট্যশাস্ত্রের ধাতু সম্পর্কীয় আলোচনা করলে তাদের ওই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দিহান হতেন। এই অধ্যায়েই ভরত মাত্র দু'রকম বীণার কথা বলেছেন যথা- ৭ তন্ত্রী বিশিষ্ট চিত্রবীণা ও ৯ তন্ত্রী বিশিষ্ট বিপঞ্চীবীনা।

৩০তম অধ্যায়ে ভরত সুষির বাদ্যের আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বংশী থেকে অন্তর্গত সপ্ত স্বরের শ্রুতি-ভেদের কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

৩১তম অধ্যায়ে ভরত মুনি, গন্ধর্ব তাল এবং তাল প্রধান ও জাতিভিত্তিক প্রকরণ গীতের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন এবং অর্বাচীন মিলিয়ে ৭+৭ =১৪ টি প্রকরণ গীত তৎকালে প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে প্রায় দশ টির মতো গীত নাটকে আংশিকভাবে ধ্রুবাগীত রূপে ব্যবহৃত হতো।

৩২তম অধ্যায়ে ভারত মুনি সুপ প্রাচীন গন্ধর্বি ও নাট্যগীত বা ধ্রুবার আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে সংগীত শাস্ত্রীরা ধ্রুবার এই আলোচনা হুবহু অনুকরণ করেছেন। ধ্রুবার আলোচনার শেষে ভরত মুনি গীতি কবিতার পদ্, তার বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীন লোকিক বহু প্রকার সংস্কৃত ছন্দের আলোচনা করেছেন। এছাড়াও রয়েছে গায়ক-গায়িকা, বীনা ও বংশীবাদকদের গুণ ও দোষ, আচার্যের গুণ, শীষ্যের গুণ, গায়কের গুণ-দোষ ইত্যাদি।

৩৩ তম অধ্যায়ে ভরত নানা প্রকার আনদ্ধ বাদ্যের কাঠামো, বাদন-প্রণালী, বাদকের দোষ-গুণ, প্রভৃতি আলোচনা করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা গুলি ছাড়াও নাট্যশাস্ত্রেই সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতীয় স্বর-গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ২২ টি শ্রুতির মান নির্ণয়ের এক ইঙ্গিত পূর্ণ আলোচনা রয়েছে। মোটকথা সব মিলিয়ে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনতম প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ হচ্ছে ‘‘নাট্যশাস্ত্র’’।

● খ. নারদীয়-শিক্ষায় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা:

‘নারদীয় শিক্ষা’ রচনা অথবা সংকলন করেন মুনি নারদ। অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে নারদীয়-শিক্ষার আলোচ্য বিষয়বস্তু বহুবিধ ও ভাবসম্পদে বহুমূল্যবান। বৈদিক ও বৈদিকোওর এই দুই যুগের সংগীতের মধ্যে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন ও সেই সেই যুগের সকল কিছু উপাদানে পরিচয় দিয়েছেন। মোটকথা নারদীশিক্ষা না থাকলে আমাদের পক্ষে বৈদিক সামগানের স্বরূপ ও রীতিনীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক মার্গ ও দেশী সংগীতের সঙ্গে বৈদিকের সম্পর্ক ও তার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানা অসম্ভব হতো। এই কারণেই শিক্ষাকার নারদকে আমরা সংস্থার ও নবজাগরণ-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত রূপে গণ্য করতে পারি।

নারদীয়-শিক্ষা গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১ম থেকে ২য় শতকের মধ্যবর্তী সময়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী বলেছেন ‘নারদীয়-শিক্ষা’ গ্রন্থটি নাট্যশাস্ত্রের অন্তত ১ শতাব্দী আগে রচিত। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি,২৪১ । এই গ্রন্থটি ২ টি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রতিটি বিভাগে ৮টি করে অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলিকে তিনি কান্ডিকা বলে উল্লেখ করেছেন।

নারদীয়-শিক্ষায় প্রথম বিভাগের প্রথম কান্ডটিকায় স্বরের উৎপত্তিস্থান সম্পর্কে মুনি নারদ বলেছেন- উচ্চ-নিচ ও মধ্য তথা উদাত্ত, অনুদত্ত ও স্বরিত স্বর তিনটি বেদে (সামগান) ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও সামগানে সাতস্বর- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট এছাড়াও লৌকিক সাত স্বর যথা- ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদের পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে স্বরসংখ্যার তারতম ও প্রয়োগে গানগুলির বিচিত্র নাম হোত যেমন আর্চিক(একটিমাত্র স্বর), গাথিক(দুটি স্বর), সামিক(তিনটি স্বর), স্বরান্তর (চার), ঔড়ব (পাঁচ), ষাড়ব (ছয়) ও সম্পূর্ণ (সাত)। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে ওই সাতটি শ্রেণীর গান একই সময়ে সমাজে সৃষ্টি হয়নি। ক্রমবিকাশের ধারাকে অবলম্বন করে সাতটি শ্রেণীর পূর্ণবিকাশ হতে কয়েক শত বছর লেগেছিল। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে ৭ যুগের অবদানে সাত স্বর ও সাত শ্রেণীর গান আমরা পেয়েছি। বর্তমানে প্রথম চারটি স্তর লুপ্ত হয়েছে, এখন শুধুমাত্র ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ শ্রেণী বিদ্যমান। নারদ মুনি স্বরস্থানের পরিচয় দিয়ে বলেছেন উড়ু, কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থানে স্বর প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম কান্ডিকায় শিক্ষাকার নারদ সামগানের পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় কান্ডিকা থেকে লৌকিক সংগীতের বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তবে বৈদিক গানেরও লক্ষণ এবং স্বরূপ তিনি লৌকিকের পাশাপাশি স্পষ্টভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় কান্ডটিকায় প্রথমে বৈদিক ও লৌকিক দু’রকম গানের বর্ণনা তিনি করেছেন। এই অধ্যায়ের ১১ নম্বর শ্লোক গুলিতে গায়কের দশটি গুণের সার্থকতা তিনি দেখিয়েছেন। যথা-

১.রক্ত (কন্ স্বরের সঙ্গে বীনা ও বাঁশির প্রয়োগে রঞ্জিত গান),

২.পূর্ণ (শ্রুতি স্বর ছন্দ ও পদ দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্ভুল গান),

৩. অলংকৃত (কণ্ঠ থেকে যথাযথ নিম্ন ও উচ্চ স্বরে উচ্চারণ),

৪.প্রসন্ন (কণ্ঠকে জড়তাহীন ভাবে সংগীতে ব্যবহার),

৫.ব্যক্ত (ধ্বনির অভিব্যক্তি বা পদের সুস্পষ্ট অর্থযুক্ত হওয়া),

৬.বিক্রুষ্ট বা বিকৃষ্ট (উচ্চস্বরে রঞ্জকতা গুনসম্পন্ন উচ্চারণ),

৭. শ্লক্ষ্ণ (দ্রুত, বিলম্বিত, উচ্চ, নিচ, প্লুত, সমাহারে সঙ্গীত সম্পাদন),

৮.সম্ (স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহ ও অবরোহ প্রভৃতি বর্ণগুলিকে লয়ের সঙ্গে একীভূত করা,

৯.সুকুমার (কণ্ঠ চেপে স্বর নির্গত না করা) ও

১০. মধুর (কণ্ঠের স্বভাবসুন্দর মাধুর্য ও কমনীয়তা বজায় রেখে গান)।

(স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী "সংগীত ও সংস্কৃতি" বইয়ের ২৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে **'রক্ত'** স্থানে **'ব্যক্ত'** শব্দটির ব্যবহার নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন)।

দ্বিতীয় কান্ডিকায় প্রথম শ্লোকে তান, রাগ, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, প্রভৃতির লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। স্বর, গ্রাম ও মূর্ছনার পরিচয় দিতে গিয়ে মুনি নারদ উল্লেখ করেছেন যে স্বর সাতটি, গ্রাম তিনটি, মূর্ছনা একুশটি ও একোনপঞ্চাশৎ (৪৯) তান আর এদের সমবেত রূপের নাম "স্বরমণ্ডল"। এখানে তিনি লৌকিক সাত স্বরের কথাই বলেছেন। শিক্ষাকার নারদের সময় গান্ধার গ্রামের প্রচলন না থাকলেও গান্ধার গ্রামের রূপ ও পরিচিত তিনি দিয়েছেন । এছাড়াও উল্লেখযোগ্য মধ্যমগ্রামের প্রচলন ছিল। কারণ তিনি এই দুটি গ্রামের অর্থাৎ ষড়জগ্রাম এবং মধ্যমগ্রামের স্বরসন্নিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। তিন গ্রামের মূর্ছনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নারদ মুনি মূর্ছনা গুলিকেও কুল ও শ্রেণী হিসেবে ভাগ করেছেন।

তৃতীয় কাণ্ডিকায় ৫ নং থেকে ১১ নং শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী সম্পর্কে, ৮ম শ্লোকে ষড়জগ্রাম, ৯ম শ্লোকে কৈশিক ও সাধারিত, ১০ নং শ্লোকে কৈশিক মধ্যম, ১১ নং শ্লোকে মধ্যমগ্রাম, গান্ধর্ব সংগীত (গান ও বেনু সংমিশ্রণে যে সংগীত) ও ৫ম শ্লোকের মধ্যমরাগ ও ষাড়বের উল্লেখ আছে। তিনি সর্বমোট ৭টি গ্রাম রাগের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলেই এগুলি রাগ কিনা তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষাকার নারদের সময়েও ভারতীয় সমাজে রাগের সৃষ্টি ও রাগ-রূপের অনুশীলন ছিল।

চতুর্থ কাণ্ডীকার প্রথম শ্লোকে গানকে 'দেশী' পর্যায়ে ফেলেছেন এবং বেনু সেখানে দেশি সংগীতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী শ্লোক দুটি সংগীত জগতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কারণ এই শ্লোকেই মুনি নারদ বৈদিক ও লৌকিক সংগীত দুটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন যা সংগীতের ইতিহাসে একটি মূল্যবান উপাদান। তিনি উভয়কেই গণ্য করেছিলেন সামগোত্রীয় হিসেবে।

সংখ্যা	সামগানের স্বর	শিক্ষাকার নারদ নিরপিত স্বর
৭	ক্রুষ্ট্	পঞ্চম্
১	প্রথম্	মধ্যম্
২	দ্বিতীয়্	গান্ধার্
৩	তৃতীয়্	ঋষভ্
৪	চতুর্থ্	ষড়জ্
৫	মন্দ্র্	ধৈবত্
৬	অতিস্বার্য্	নিষাদ্

এরপর শিক্ষাকার নারদ সাম স্বর ও লৌকিক স্বর এই দুটির মধ্যে ধ্বনীগত ঐক্য দেখিয়ে সাতস্বরের বিকাশের কথা জানিয়েছেন।

৫ম শ্লোকেও শিক্ষাকার নারদ গ্রাম-রাগদের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও ১০ম ও ১১শ শ্লোকে কৈশিক অথবা কৈশিক মধ্যম গ্রাম-রাগের নাম উল্লেখ করেছেন। ৭ম থেকে ১২ নং শ্লোকগুলিতে সাত স্বরের জন্ম রহস্য তথা সাতটি লৌকিক দেবতা এবং ঋষিদের নাম উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম কান্ডিকা আরম্ভ হয়েছে দরবি ও গাত্রবীনার প্রসঙ্গ নিয়ে। তিনি এই দুটি বীনার নাম উল্লেখ করেছেন শুধুমাত্র এর মধ্যে গাত্রবীনা সামগানে ব্যবহৃত হতো বলে তিনি জানিয়েছেন। এরপর তিনি এই দুটি বীনার অনুশীলন বিধি যেমন হস্ত সঞ্চালন, সময়ের ব্যবধান প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম কান্ডিকায় মুনি নারদ সাম্ স্বর হিসেবে প্রথমাদির আঙ্গিক ব্যবহার ও তাদের শ্রুতি প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। গানের মাত্রা বা ছন্দ রক্ষার জন্য মানব শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্বরগুলি কল্পনা করা হতো, যাতে স্থানগুলির নির্দেশ দ্বারা স্বরের উচ্চারণের যথার্থ প্রমাণ করা যায়। এছাড়াও উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলী নির্দেশেরও নিয়ম আছে। এরপর শিক্ষাকার নারদ সুক্ষ-অন্তর স্বররূপ শ্রুতির প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং তাও মাত্র সামিক স্বরগুলির। শ্রুতি প্রসঙ্গে শিক্ষাকার নারদ মাত্র পাঁচটি যথা- ১.দীপ্তা,২. আয়তা,৩. করুণা,৪. মৃদু ও ৫. মধ্যা - শ্রুতির নাম উল্লেখ করেছেন। এরপর শিক্ষাকার নারদ উদাত্তাদি স্বর, মাত্রা এবং ক্ষৈপ্র, তৈরবিরাম প্রভৃতি বৈদিক অন্যান্য স্বর সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। মাত্রা সম্পর্কে নারদ বলেছেন কারো মতে নিমেষ কাল ও অন্যমতে বিদ্যুৎ চমকের কালকে 'মাত্রা' বলে।। এরপরে নারদের শিক্ষায় সংগীত সম্পর্কে বিশেষ উপযোগী আলোচনা নেই। তাই আমরা এখানে সেসব অনুশীলন থেকে বিরত থাকলাম।

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী "সংগীত ও সংস্কৃতি" ০২.১৯৫৩. পৃষ্ঠা- ২০৮-২৯১.

২. Bharatiya sangiter Itikotha, Dr. Dwapan Kumar Naskar,07.04.2014-P-56-60.

৩. Naradiya Shiksha, Bhattasobhakar, Sripitambarapeeth-Sanskrit Parishad, Madhya Pradesh. 2021